সান্ত্বনা

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মিত্র,
গিরীশ লাইব্রেরী
২১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ||০ মাত্র।

কলিকাতা,
৬৪।১, ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতিশ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

একদিন যে চন্দ্রমা উদ্ভাসিয়া হৃদি
বিতরিত জ্যোৎস্না-রাশি অশেষ বিশেষে ;
কেমনে বর্ণিব সেই সলজ্জ-স্বভাবা
জায়ারে, যা'র গুণে বিমোহিত আমি।
হায়রে বিদরে বুক, বলিতে সে সব
কথা, কালের গরাসে পতিত হইল
মোর লক্ষ্মী-স্বরূপিণী প্রেমময়ী দারা ;
সে মর্ম্মবেদনা আর বলিব কাহারে !
তখন জননী-বীণাপাণি-নাম হায়
হৃদয়ে জাগিল, লইনু শরণ তাঁর ;
তার ফলে বন-পুষ্প পাইয়াছি যত,
সংগ্রহিয়া সমুদায়, করিয়া গ্রন্থন,
"সান্ত্বনা" নামেতে মাল্য করিয়া রচন
উৎসর্গ করিনু আমি উদ্দেশে "তাহার"।

লেখক।

ভূমিকা

গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকা লিখিবার চিরন্তন প্রথা আছে। কিন্তু আমার এই সামান্য কবিতা-পুস্তকে ভূমিকা লিখিবার মত কিছুই নাই। ভূমিকা-বিহীন গ্রন্থ সাধারণের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কায় মুখবন্ধস্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্র লিখিলাম। বহুদিবস পূর্ব্বে হৃদয়ের আবেগে কতিপয় কবিতা লিখিয়াছিলাম ; পরে তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'প্রীতি' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করেন। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 'প্রীতি' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং অন্যান্য কবিতা একত্রে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে যত্নবান হইলাম।

বিগত সন ১৩১৬ সালের ১লা বৈশাখে আমার পত্নী শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাহার মৃত্যুর পর ব্যথিত হৃদয়ে কতিপয় কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহাও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিতাগুলি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিত হইয়াছে—সেজন্য নানা দোষে দূষিত হইবার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যদি ইহার একটী মাত্র কবিতা পাঠ করিয়া ক্ষণ-কালের জন্যও আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরলোকগতা পত্নীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত আমার এই পুস্তক প্রকাশের সম্বন্ধে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—সেজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রকাশিত কবিতাগুলির কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া মুদ্রিত করিলাম।

মজিলপুর।
মহাসপ্তমী,
সন ১৩১৭ সাল।

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু

সূচী পত্র।

সান্ত্বনা।

বন্দনা।

নমি আমি বীণাপাণি! ও রাঙ্গা চরণে,
যাহার প্রসাদে মাগো, নশ্বর ভুবনে
ভবভূতি, কালিদাস,
মধু আদি কৃত্তিবাস,
অমরত্ব লভি' সবে করেছে গমন,
বড় সাধ পূজিতে মা, সে দুটী চরণ।

তোমারি প্রসাদে মাগো, চোর রত্নাকর
রচিলেন রামায়ণ সুধার আকর,
তাই আজ মহামুনি
কবি-কুল-শিরোমণি
আদর্শ-পুরুষ নামে খ্যাত চরাচরে;
অমর তাঁহার স্মৃতি নশ্বর সংসারে।

সান্ত্বনা

এমনি আছে গো মাতা, কত মহাজন
পূজিবারে অনুক্ষণ ও রাঙ্গা চরণ,
যুক্তকরে ভক্তিভরে
দাঁড়ায়ে মন্দির-দ্বারে,
পূজিতে, ভজিতে মাগো, রাতুল-চরণ ;
এমনি দাঁড়ায়ে আছে কত মহাজন।

ভাগ্যবান যারা তোর সুকৃতি-সন্তান,
দাও মা, তাদের তুমি শ্রীচরণে স্থান ;
মিলিয়া কল্পনা সনে,
মালা গাঁথি মনে মনে,
সাজাইতে পারে সেই মনের মতন,
কবিতা-কুসুম দিয়া ও রাঙ্গা চরণ।

দীন আমি, কেমনে মা, পূজিব তোমায়,
কেমনে মা, পুষ্পাঞ্জলি দিব রাঙ্গা পায়,
কেমনে এ ক্ষুদ্র মনে
ভক্তিশূন্য হেয় প্রাণে,
রচিয়া গাঁথিব মাগো, মালা সুচিকণ,
পূজিবার তরে ওই রাতুল-চরণ।

শক্তি দাও, দয়াময়ি ! দুর্ব্বল সন্তানে,
বাজুক হৃদয়-তন্ত্রী সুমধুর তানে,
  কর মা, আশীষ দান ;
  গাহিব মা তব গান,
শুভদে বরদে মাতঃ, ভুবনমোহিনি !
সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি ধর গো, জননি !





বিসর্জন।

প্রিয়তমে !

এ বিশ্ব-সংসার হ'তে যবে চিরতরে
লইলে বিদায় তুমি অতি ধীরে ধীরে ;
নীরবে কাতর-প্রাণে
চাহিয়া সবার পানে
জানা'লে বিদায়-বার্ত্তা অন্তরে অন্তরে ;
বসেছিনু সে সময় তোমার শিয়রে।

চাহিলে আমার পানে সেই শেষ বার,
বুঝি বা জানালে মোরে অন্তর তোমার,
কহিলে না কোন কথা,
নীরবে জানায়ে ব্যথা,
বিদায় লইলে তুমি জনমের তরে ;
সে সময় বসেছিনু তোমার শিয়রে।

ডেকেছিলে কতবার দেখিবার তরে,
কিন্তু শেষ বার যবে ডাকিয়া আমারে
কহিলে করুণ-স্বরে
"এস মোর কাছে স'রে"
কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া মোরে
বিদায় লইলে তুমি জনমের তরে।

জননী তোমার ভাসি' নয়নের জলে,
তুলিয়া নিলেন তাঁর সুকোমল কোলে,
কিন্তু তুমি একবার
না চাহিলে ফিরে আর
না বলিলে কোন কথা—নীরব অন্তরে,
জানালে বিদায়-বার্ত্তা অতি ধীরে ধীরে।

নিকটে বসিয়া ছিল জননী আমার,
ডাকিয়া করুণ-স্বরে বলিলে আবার,
"কই মা, কোথায় তুমি,
দেখিতে না পাই আমি",
এত বলি রুদ্ধ-কণ্ঠে, সজল-নয়নে—
বিদায় লইলে মোর মাতৃ-সন্নিধানে।

সান্ত্বনা।

নীরবে মলিন মুখে তোমার সদনে,
দাঁড়াইয়া ছিল "মেনী" উদাস পরাণে ;
জনমের মত তারে
কোলেতে নি'বার তরে
তুলিলে কম্পিত হাত—সেই শেষ বার—
উঠিল ক্ষণেক পরে গৃহে হাহাকার !

ভাসিয়া নয়নজলে চাহিনু যখন,
গিয়াছ চলিয়া সতি, ত্যজিয়া ভুবন ;
শেষ আশা ছিল যাহা,
ফুরাল সকলি তাহা—
ঘুচিল সকল সাধ, সুখের স্বপন,
জনমের মত তোরে করি' বিসর্জ্জন।

দ্বাদশ বৎসর ধরি' কত যত্ন ক'রে
যে ঘর বাঁধিয়াছিলে আপনার করে,
ভাগী মোরা দুই জনে,
বল তুমি কোন্ প্রাণে,
চলে গেলে একবারে কিছুই না ল'য়ে ;
জনমের মত হায় আমারে কাঁদায়ে ?

এতদিন পরে আজ তোমার সংসারে,
হইলাম তোমাহীন—তোমারি সে ঘরে ;
কে আর এ ঘরে আসি',
বিকাশি' মধুর হাসি,
গৃহলক্ষ্মী-সম, হায় ! দাঁড়াবে এখন,
কে আর হইতে পারে তোমার মতন ?

এত অল্প আয়ু ল'য়ে তুমি গো কল্যাণি !
এ সংসার-রঙ্গভূমে আসি' একাকিনী,
না মিটিতে কোন সাধ
ঘটাইয়া পরমাদ—
কাঁদায়ে—কাঁদিয়ে তুমি হইলে বিদায়,
চিরতরে শোকার্ণবে ভাসায়ে আমায়।

বিধির বিধান তরে আমরা দুজনে,
এ সংসারে মিশেছিনু এক প্রাণে মনে ;
ধর্ম্মসাক্ষী করি প্রিয়ে,
দেবদ্বিজে প্রণমিয়ে,
পেতেছিনু সবে মাত্র সাধের সংসার ;
সহসা চলিয়া গেলে করি ছারখার।

সান্ত্বনা।

একদিন এ সংসারে নব-বধূ-বেশে,
দাঁড়াইয়াছিলে আসি' অভাগার পাশে,
নির্ম্মল মধুর হাসি,
হেসেছিলে কত নিশি,
সুধা-কণ্ঠে কতদিন ব'লেছ আমায়,
দাসী আমি প্রাণাধিক, বাঁধা তব পায়।

বসন্তের সে যামিনী আসিবে ফিরিয়া,
গাহিবে কোকিল পুনঃ দিগন্ত ব্যাপিয়া,
মলয়-পবন আসি'
আমার দুয়ারে বসি'
আবার জানাবে তার নব আগমন,
কে আর করিবে বল স্নেহ-সম্ভাষণ ?

জোছনা-শোভিত রাত্রি মুক্ত বাতায়ন,
আছে ত তেমনি খোলা সদা সর্ব্বক্ষণ !
তবে কেন এই ঘরে,
আঁধার রয়েছে ঘেরে,
কালিমায় ঢেকে গেছে এ গৃহ-প্রাঙ্গণ ;
তেমনি ত আছে খোলা মুক্ত বাতায়ন !

নিশীথে এখনও আসি সুধাংশু-কিরণ
এ ভগ্ন গৃহেতে তব করে অন্বেষণ,
মলিন শয্যার প'রে,
দেখে যায় উঁকি মেরে,
প'ড়ে আছে ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা আয়োজন,
শ্রীহীন মলিন ভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।

আর ত বাজে না বাঁশী মধুর সুস্বনে,
গাহে না পাপিয়া আর সুমধুর তানে;
মল্লিকা মালতী ফুল,
সৌরভে ক'রে আকুল,
আর ত ফোটেনা তারা আমাদের তরে,
মলিন বদনে সব গেছে যেন ঝ'রে।

শূন্য ঘর ছাড়ি যদি দাঁড়াই বাহিরে,
কি জানি কেন বা পুনঃ অভ্যাসের তরে,
দেখিব তোমায় ব'লে,
যাই আমি ঘরে চ'লে;
খুঁজে খুঁজে ফিরি আমি তোমায় না পাই,
এ ভগ্ন গৃহেতে আর গৃহলক্ষ্মী নাই।

সান্ত্বনা।

স্বহস্তে সাজা'য়ে তুমি সুমঙ্গল করে,
রাখিয়া গিয়াছ যাহা এ ঘর দুয়ারে,
সকলি ত প'ড়ে আছে,
যে যা'বার সেই গেছে,
একটী বালুকা-কণা সে ত লয় নাই ;
সকলি ত আছে প'ড়ে কিন্তু সেই নাই।

গৃহলক্ষ্মী ছিলে তুমি আমার সংসারে,
খুঁজিয়া বেড়াই তাই হারা ধন তরে ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
নিরবধি আমি দেখি,
তোমার মঙ্গল হস্ত ব্যাপ্ত চারি ধারে ;
গৃহলক্ষ্মী ছিলে তুমি আমার সংসারে।

পুরাতন চিঠিগুলি রয়েছে পড়িয়া ;
একদিন যাহা তুমি স্বহস্তে লিখিয়া,
দিয়াছিলে ভাল বেসে,
তাই আজ মনে আসে,
অতীতের সে কাহিনী সুখের স্বপন ;
কেন রে দারুণ বিধি ঘটালি এমন ?

ভাল তুমি বেসেছিলে হৃদয় ভরিয়া,
তাইত তোমার স্মৃতি র'য়েছে জাগিয়া ;
এ সংসারে চারি ধারে,
জীবনের স্তরে স্তরে,
সুবর্ণ-অক্ষরে লেখা শত শত বার ;
ভুলিবে তোমারে সতি, হেন সাধ্য কার ?

সুষুপ্তির শান্তিময় কোলেতে যখন,
জগৎ ঘুমায়ে থাকে হ'য়ে অচেতন,
একাকী বিরলে বসি',
কাঁদি আমি সারা নিশি,
তোমার বিচ্ছেদে এই শূন্যময় ঘরে ;
গৃহলক্ষ্মী ছিলে তুমি আমার সংসারে !

ত্রিদিবের সুখময় শান্তি-নিকেতনে,
অনন্ত সুখের স্রোত বহে গো যেখানে,
যেখানে নন্দন-বনে,
পারিজাত ফুল্ল মনে,
বিতরে সুষমা তার অমর মাঝারে ;
এ ঘর ছাড়িয়া তুমি থাক সেই ঘরে।

বিরহ-বিচ্ছেদ তথা না পারে পশিতে,
চির মিলনের সেই সুমঙ্গল পথে,
চলিয়া গিয়াছ তুমি,
তাই আজ খুঁজি আমি,
এ ভগ্ন গৃহের মাঝে ব্যাকুল পরাণে,
সারা দিন সারা নিশি গোপনে গোপনে।

রঙ্গভূমে অভিনয় করি' উদ্‌যাপন,
যবনিকা যত দিন না হবে পতন,
তত দিন এই ভাবে,
তোমারে হৃদয়ে ভেবে,
জাগাইব অতীতের সুখের স্বপন,
যতদিন যবনিকা না হবে পতন।

আমি রহিব জাগিয়া, উদাস পরাণে,
বলিব না কোন কথা ;
চাহিব কেবল, তোর মুখপানে,
বহিব হৃদয়ে ব্যথা।
কাঁদিব আপনি, আপনার মনে,
সারাটি নিশি বসিয়া ;
চাহিব কেবল, তোর মুখপানে,
মরম বেদনা চাপিয়া।

ডাকিব তোমারে, সকরুণ স্বরে,
বসিয়া ঘরের মাঝে ;
এস যদি ফি'রে, আবার সংসারে,
প্রভাত গোধূলি সাঁজে।
তুলি' ফুলরাশি, নিরজনে বসি',
গাঁথিব মোহন মালা ;
পরাব তোমারে, আপনার মনে,
ভুলিব দারুণ জ্বালা।
মধুর নিশিতে, কোকিল-কুলেতে,
করিয়ে মধুর গান ;
শুনাবে আমারে সুমধুর স্বরে,
খুলিয়া আপন প্রাণ।
ফুটিবে বকুল, নানাবিধ ফুল,
সৌরভে আকুল করি' ;
সজল নয়নে, রহিব চাহিয়া,
তোমারি বদন স্মরি'।
প্রভাতে যখন, উঠিবে তপন,
পূরব-গগন-ভালে ;
মধুর হিল্লোলে, বহিবে বাতাস,
তটিনী নাচিবে কূলে।

কুল কুল রবে, বহিবে উজান,
হাসিবে কুমুদ জলে ;
(আমি) চাহিয়া রহিব, তোর মুখ পানে,
ভাসিয়া নয়ন-জলে।





শ্মশান

সংসার ভিতরে অথচ বাহিরে
এই সে পরম সুখের ঠাঁই ;
চিরশান্তিসুখ বিরাজিত হেথা,
কভু ও দুঃখের পরশ নাই।

শত দাসদাসী সেবিত যে দেহ
একদা যাহার সুখের তরে,
দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয়ন
থাকিত প্রস্তুত প্রাসাদ'পরে।

দেখহ চাহিয়া স্থানের মহিমা,
এখানে আসিয়া তাদৃশ জনে,
ধরণী-শয়নে করিছে শয়ন,
ধনী মানী চিরদুখীর সনে।

সান্ত্বনা

শূর, বীর যার দম্ভ আস্ফালনে
ভীরু কাপুরুষ কাঁপিত ডরে,
উভয়ে এখানে একই শয়নে,
নিদ্রিত অনন্ত কালের তরে।

কামুক যে জন, সদা কামপর
আছিল একদা মানস যার,
কাম-কামনায় সদা লালায়িত,
এবে সেই ভাব গিয়াছে তার।

বিলাসী ত্যজিয়ে বসন ভূষণ,
পুরা-স্মৃতি আর নাহিক মনে,
হ'তেছে অনা'সে ধূলায় ধূসর
মিলিয়ে অসংখ্য দরিদ্র সনে।

শোভার আধার পূর্ণ সুধাকর,
অতুল-সুষমা কুসুমগণ
তাহাতে সুন্দর রমণী-বদনে
একদা যাহার মোহিত মন।

নন্দন-গৌরব ফুল্ল পারিজাত,
সৌন্দর্য্য-আদর্শ অপ্সরাচয়,
দেখাও তাহারে, কিছুতেই আর
মানস তাহার মোহিত নয়।

পরশ্রী দর্শন করিলে যাহার,
জ্বলিত হৃদয়ে মাৎসর্য্য-অনল ;
চাহিতে নারিত পরসুখপানে,
এবে সেই ভাব সকলি বিকল।

কুবের-ভাণ্ডার করি অধিকার,
দাঁড়াও যাইয়া নিকটে তার,
ফিরে না চাহিবে, আর তোমা পানে,
ঈর্ষানলে মন পুড়িবে না আর।

এ সুখ-শয়নে, নাহি তন্দ্রা কভু,
অনন্ত গভীর সুনিদ্রা অতি ;
অপেক্ষা না করে প্রভাত-গোধূলি
প্রভাকর কিম্বা শশীর ভাতি।

তবে কেন আর করিব রোদন,
নাচরে হৃদয় আনন্দভরে ;
আসিব হেথায়, র'ব শান্তিসুখে
অবাধে অনন্ত কালের তরে।



ভাগীরথী-তীরে

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি ! আজি তব তীরে,
এসেছি মা নেত্র-নীর ফেলিবার তরে ;
আশা-তরু বজ্রাহত,
চির-অমা সমাগত,
অস্তগত সুখশশী গগনের গায়,
চির তরে শোকার্ণবে ভাসায়ে আমায়।

তোমার নির্ম্মল বারি অতি সুশীতল ;
সে বিনা পরাণ মম হবে না শীতল ;
কি বা আছে এ জগতে,
পোড়া প্রাণ শীতলিতে,
তাই ডাকি তোরে মাগো শান্তি-স্বরূপিণি,
চির-শান্তি দাও মোরে কৈবল্যদায়িনি !

আজ আর আসিনি মা উল্লাসে নাচিয়া,
মাতেনি' আনন্দে আজ অভাগার হিয়া,
আজি মম আঁখিজল,
ঝরিতেছে অবিরল,
তোমার পবিত্র তীর নির্জ্জন ভাবিয়া,
এসেছি কাঁদিতে মাগো পরাণ ভরিয়া।

নাহিক সে দিন আর, গিয়াছে সকল,
এখন রোদন মাত্র রয়েছে সম্বল ;
কাঁদিব মা কার কাছে,
তোমা বিনা কেবা আছে,
কে বুঝিবে অভাগার মরম-বেদনা !
দীনের রোদন হায় কেহ ত শুনে না ?

স্নেহ মায়া ভালবাসা হৃদি আকিঞ্চন,
সকলি ও পূত নীরে দি'ছি বিসর্জ্জন ;
সুখ-আশা ছিল যাহা,
সকলি গিয়াছে তাহা,
জীবন আঁধার এবে কাঁদি অবিরত,
আঁখিজলে বক্ষঃস্থল সতত প্লাবিত।

সান্ত্বনা

কি কাজ ধরিয়া মাগো এ ছার জীবন,
সুখ নাই শূন্যময় আঁধার ভুবন ;
তাই ডাকি সকাতরে,
দে মা স্থান অভাগারে,
তো'র ও পবিত্র ক্রোড়ে ও মা নিস্তারিণি,
নিদয় হ'য়ো না ওগো পাষাণ-নন্দিনি !

কত বা জানাবো মাগো তোমার চরণে,
অসীম অনন্ত জ্বালা এ পোড়া পরাণে,
জ্বলিতেছে দিবানিশি,
আঁধার মা দশ দিশি ;
এ জ্বালা জুড়াতে কেবা আছে এ সংসারে ?
তোমা বিনা পাতকীরে কে আর নিস্তারে ?

দারুণ আঘাতে মম ব্যথিত জীবন,
শূন্যময় চারি দিক্ আঁধার ভুবন,
হৃদয় হয়েছে ছাই,
সকলি নীরব তাই,
স্তব্ধ বসুন্ধরা যেন হ'য়েছে প্রলয় ;
আঁধারে আবৃত আজ বিশ্ব সমুদয়।

যত আশা ছিল এবে দিনু বিসর্জ্জন,
ব্যথিত জীবনে আর কিবা প্রয়োজন ;
ছিঁড়েছে হৃদয়-তার,
সহিতে না পারি আর,
এ দারুণ মর্ম্মভেদী হৃদয়-বেদনা ;
ব্যথিত-বেদন মাগো কেহ ত বুঝে না !

দীন হীন অভাজন কাতর সন্তানে,
দে মা স্থান দয়াময়ি ও রাঙ্গাচরণে !
হতাশ জীবন যার,
কি ফল বাঁচিয়া তার,
বরঞ্চ তাহার পক্ষে মঙ্গল মরণ
হতাশ জীবনে মাগো কিবা প্রয়োজন ?

দ্বাদশ বৎসর ধরি ছিনু যার সনে,
রেখেছিনু যা'রে আমি অতীব যতনে ;
আজ সে নিদয় হ'য়ে,
চির তরে কাঁদাইয়ে,
অনন্তের কোলে মাগো লয়েছে আশ্রয়,
দিও মা চরণে স্থান তুমি প্রমদায়।

সান্ত্বনা।

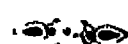
বিসর্জ্জন দিতে তায় তোমার চরণে,
অস্থি তা'র বুকে করি' এনেছি যতনে ;
মিশায়ে নয়নজলে,
দিব মা চরণতলে,
দিও মা চরণে স্থান তব তনয়ায়,
চিরতরে সমর্পিনু তোরে প্রমদায় !

দয়াময়ি ! তব সম কেহ নাই আর,
তোমার কোলেতে জ্বালা জুড়ায় সবার ;
পাপী কিম্বা পুণ্যবান,
দরিদ্র কি ধনবান,
অন্তিমে তোমার কোলে জীবন জুড়ায় ;
তাই আজ সমর্পিনু তো'রে প্রমদায়।





নির্ব্বাণ।



মধুর হিল্লোলে তুমি বহ সমীরণ,
অতি ধীরে ধীরে কর অমিয় বর্ষণ ;
হেথা মোর প্রাণপ্রিয়ে,
মহাঘুমে আছে শু'য়ে,
মুদিত করিয়া আঁখি জনমের তরে ;
বহ তুমি সমীরণ অতি ধীরে ধীরে।

রাখগো মেদিনী তুমি করিয়া যতন,
শ্যামল অঞ্চলে ঢাকি তা'রে অনুক্ষণ,
যেন মা তোমার বুকে,
ঘুমাইয়া থাকে সুখে,
অবাধে অনন্ত কাল হ'য়ে অচেতন ;
অতি ধীরে ধীরে তুমি বহ সমীরণ।

সান্ত্বনা।

এস কূলে কূলে ভরা ক্ষীণা প্রবাহিণী,
নবীন সাজেতে সাজি এসগো ধরণী ;
যে সুধা এখানে আছে,
পা'বনা পৃথিবী খুঁজে,
পথিক চলিয়া গেছে, স্মৃতি মাত্র তার,
নীরবে আচ্ছন্ন তাই.—মগ্ন চারি ধার।

অনন্ত নীলিমা হ'তে ওহে সুধাকর,
সুধারাশি ঢাল তুমি সুখে নিরন্তর,
এই পুণ্য ভূমি 'পরে,
বিদায় দিয়াছি তা'রে,
প্রেমের আদর্শ মণি, হৃদয়-রতনে,
স্নেহ-সূত্রে বাঁধা সদা ছিনু যা'র সনে

হে চির-বসন্ত—চির-উজ্জ্বল-বরণ,
মলয়-সমীর সনে এস অনুক্ষণ,
অতি ধীরে সযতনে,
স্নিগ্ধ বায়ু পরশনে,
জুড়াও তাহার হিয়া সুধা বরিষণে,
বিতর বিমল শান্তি সন্তাপিত প্রাণে।

উষার আলোক সনে ফুটি ফুলদল,
সৌরভে আকুল হ'য়ে এস পরিমল ;
অতি শ্রান্ত প্রাণ মনে,
আঁখি-বারি বরিষণে,
নিভায়ে চলিনু আমি চিতার অনল,
হারায়ে হৃদয়-রাণী সোনার কমল।

কেঁদনা কেঁদনা মন আর তার তরে,
ডেকোনা তাহারে আর সকরুণ স্বরে,
সে যেখানে চ'লে গেছে,
বড় সুখে সেথা আছে,
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে করিয়া রোদন,
ভেঙ্গোনা তাহার ঘুম আর সর্ববক্ষণ।





বিদায়-গাথা

এস চিরপ্রিয় মম প্রমদা-রতন,
আঁধার হৃদয় মোর, ব্যথিত জীবন ;
অস্ত যায় দিনমণি,
এ সময়ে একাকিনী.
বল প্রিয়তমে ! তুমি যাও কোন্ স্থানে,
এস ফিরে প্রেমময়ি সুচারু-বদনে !

কি বলিব প্রাণাধিকে ! বুক ফেটে যায়,
নিষ্ঠুর শমন আসি গ্রাসিল তোমায় ;
আছিল অদৃষ্টে লেখা,
তোমার এ দৃশ্য দেখা.
প্রভাত-তপন যথা মেঘে ঢাকে হায় !
অনাদরে এবে তুমি লুণ্ঠিত ধূলায় !

এস ফিরে প্রেমময়ি সুচারু-বদনে,
রাখিব হৃদয়ে ধ'রে অতীব যতনে,
কিম্বা নিজ আয়ু দিয়া,
তো'র প্রাণ বাঁচাইয়া,
সুখেতে ত্যজিব আমি এ ছার জীবন,
এস চির-প্রিয় মম প্রমদা-রতন।

অকালে আসিয়া কাল গ্রাসিল তোমায়,
নাহিক শকতি মোর রোধিবারে তায় ;
কিম্বা আমি নরাধম,
দীন হীন ক্ষুদ্রতম,
পশিল না মোর ডাক তাঁর রাঙ্গা পায়,
অকালে আসিয়া কাল গ্রাসিল তোমায়।

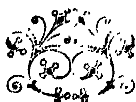
কি বলিব প্রিয়তমে ! বিদরে হৃদয়,
মনেতে তোমার কথা হইলে উদয় ;
বিধির বিধান তরে,
চ'লে গেলে স্বর্গপুরে
এতটুকু স্মৃতি মাত্র রাখিয়া ধরায়,
অকালেতে মহাকাল গ্রাসিল তোমায় !

সান্ত্বনা।

এস চির-প্রিয় মম প্রমদা-রতন,
ঐ দেখ তব তরে করিছে রোদন,
তোমার স্নেহের 'মেনি',
যেন আজ অনাথিনী,
খেলা ফেলি' সদা তো'রে দেখিবারে চায়,
আয় একবার তা'রে কোলে নিবি আয়!

স্নেহময়ী মা আমার শোকে পাগলিনী,
চাপিয়া মরম-ব্যথা দিবস যামিনী,
রেখেছেন বুকে ক'রে,
কতই সোহাগভরে,
সমাদরে সর্ব্বক্ষণ তব তনয়ায়,
তবু 'মেনি' ভোলে নাই হায়রে তোমায়!

আজি জাহ্নবীর কূলে, বকুলের তরুমূলে,
জনমের মত তো'রে দিনু রে বিদায়;
বল মন হরি হরি, স্বর্গপথ আলো করি,
যাও চলি, প্রিয়তমে অমর-ভবনে;
রাখিনু তোমার স্মৃতি ধরিয়া পরাণে।





বিলাপ।

বিধি রে! এই কি মম অদৃষ্ট-লিখন,
অথবা এ অভাগার দৈব-বিড়ম্বন;
কিম্বা বল কর্ম্মদোষে,
পড়িয়া তোমার রোষে,
এ হেন দুর্গতি মম ঘটিল জীবনে,
অনন্ত দুঃখের সহ সংসার-ভবনে।

ধন, জন, বিদ্যা আদি বিভব বিষয়,
আছিল সকলি বিধি তব করুণায়;
তবে বল কি কারণ,
করি হেন কু-ঘটন,
সকলি হরিয়া নিলে ভাসায়ে পাথারে;
কেন বা সাধিলে বাদ অভাগা উপরে।

সান্ত্বনা।

প্রশান্ত সাগর সম ছিল যার মন,
দয়া, মায়া, স্নেহ তাহে পূর্ণ অনুক্ষণ
হায় মোরা সে অর্ণবে,
ভেসে ছিনু সুখে ভবে,
কেন বা অশুভ-ঊর্ম্মি সহসা উদিল,
অভাগা জনম তরে অকূলে ভাসিল।

অবশেষে যেই লতা সংসার-উদ্যানে,
রোপণ করিয়াছিনু পরম যতনে,
আশারূপ বারি দানে,
কতই প্রফুল্ল মনে,
সেবিতাম সদা যায় সরল অন্তরে,
ভালবাসা ফুল্ল ফুল পাইবার তরে।

বিধাতঃ! সে লতা হায় অকালে নাশিলে,
সংসার-সুখের পথে কণ্টক রোপিলে;
কি দোষ চরণে তোর,
করেছি কি পাপ ঘোর,
কি দোষে কি শাপে বিধি হেন দণ্ড দিলে,
জনমের মত হায় আমারে কাঁদালে!

বিলাপ

এবে মোর শূন্যময় এ ভব সংসার,
শূন্য দেহে শূন্য প্রাণ করে হাহাকার ;
বিরলে বিজন স্থানে,
সদাই উদাস মনে,
সন্তাপিত প্রাণে সদা করি যে রোদন,
কে বল বুঝিবে আর মরম-বেদন।

কে আছে, কাহারে আমি করি সম্ভাষণ,
একমাত্র জীবনের সম্বল রোদন,
স্বার্থের সাধন তরে,
ভ্রমি সদা দ্বারে দ্বারে,
আকুল অন্তরে সদা সন্তাপিত প্রাণে ;
কে বল ফিরিয়া চায় অভাগার পানে ?

দুদিনের তরে খেলা ফুরাবে দুদিনে,
স্মৃতি মাত্র রবে এই নশ্বর ভুবনে,
ক্রমে ক্রমে, পলে পলে,
বিস্মৃতি-অতল-জলে,
তাহাও ডুবিয়া যাবে র'বেনা কখন ;
এইত ভবের খেলা ওরে ভ্রান্ত মন !

সান্ত্বনা।

কোথা হে করুণাময়! দয়ার নিধান,
তাপিতের অমিয়তা, নিরাশের প্রাণ,
তুমি হে মঙ্গলময়,
এই ভিক্ষা দয়াময়,
কাতরের একমাত্র এই নিবেদন,
ঘুচাও মরম-ব্যথা শ্রীমধুসূদন।





প্রার্থনা।

কবে প্রভু হেন দিন হইবে আমার,
অন্তরে অনন্তরূপ হেরিব তোমার ;
প্রেমময় সে মূরতি
অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাতি,
দেখিব হে নিশিদিন মানস-মন্দিরে.
পুলকে আনন্দ-স্রোত বহিবে অন্তরে

জল স্থল, চরাচর, ভূচর, খেচর,
নদনদী, গিরি, গুহা, পর্ব্বত, কন্দর,
পাপ পুণ্য ভেদাভেদ,
ঘুচিবে মনের খেদ,
সবার আধার প্রভু তুমি দয়াময়,
দেখিব—দেখাবে নাথ হইয়ে সদয়।

৩

সান্ত্বনা।

অজ্ঞান-তিমির নাশি চিদানন্দময়,
হেরিব অনন্ত বিশ্ব সব তোমাময়,
এক মাত্র তুমি সার
সর্ব্বকর্ম্মমূলাধার,
হেন জ্ঞান কবে নাথ হইবে উদয়,
দীননাথ ! কবে তুমি হইবে সদয়।

দাঁড়াও হৃদয় মাঝে নীরদ-বরণ,
কমলিনী ল'য়ে বামে কমল-নয়ন,
করেতে লইয়া বাঁশী,
উজলিয়া দশ দিশি,
এস এ হৃদয় মাঝে জুড়াতে জীবন,
ভক্তি-পুষ্পে পূজিব হে শ্রীরাঙ্গাচরণ !

কিম্বা শ্যামা মুক্তকেশী হ'য়ে ত্রিনয়নী,
জটাজূট ধরি, পুনঃ, হ'য়ে শূলপাণি,
হৃদয়-কমল' পরি,
এস নাথ দয়া করি,
করিব হে প্রাণ ভ'রে রূপ নিরীক্ষণ,
আত্মাহারা হ'য়ে নাথ পড়িব তখন !

প্রার্থনা

অকৃতি অধম আমি গুণ-জ্ঞান-হীন,
দাও প্রভু দয়া করে দাসেরে সুদিন ;
তুমি হে আনন্দময়,
তব ধ্যানে মোক্ষ হয়,
জন্ম মৃত্যু ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে না জীবনে,
তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃ পশে যদি প্রাণে

দূরে যাবে কর্ম্মফল তব দরশনে,
তুমি আমি সম জ্ঞান ঘটিবে জীবনে,
অভেদ দেবতানর,
পশুপক্ষী চরাচর,
সর্ব্ব জীবে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে তখন,
হেন ভাগ্য দয়াময় হ'বে কি কখন !





কোকিল।

নির্জ্জন কাননে বসি, মাতাইয়া দশদিশি,
কে তুমি হে বনসখা গাহিছ সুন্দর ;
তোর ঐ কুহুস্বরে, ভুবন মোহিত করে,
তুচ্ছ ভাবি তোর কাছে কিন্নরীর স্বর।

তোর কাল রূপ রাশি, হেরিবারে ভাল বাসি,
তা'র চেয়ে ভালবাসি শুনিতে ও স্বর ;
ওরে পিক ! তোর স্বরে, না জানি কি সুধা ক্ষরে,
শুনিলে জুড়ায় মোর তাপিত অন্তর।

কত দিন প্রিয়াসনে, বসন্তের সমীরণে,
শুনেছি তোমার ঐ সুধামাখা স্বর ;
বিভোর হইয়া তায়, প্রেমালাপে দুজনায়,
কত দিন কেটে" গেছে ওহে পিকবর !

কিন্তু হে বিহগমণি !   এবে সে সুধার খনি,
করে'ছি জনম তরে চির বিসর্জ্জন ;
তাই তোর কুহুস্বরে,   হৃদয় আকুল করে,
জেগে উঠে জীবনের দারুণ বেদন !

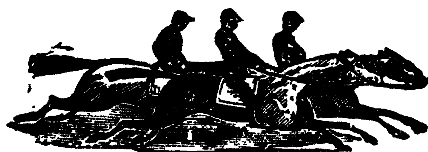
বধিতে বিরহি-প্রাণ,   কেন পাখী তুলি তান,
ডাকিছ আবার তুমি বসিয়া কাননে ;
কি যে জ্বালা তোর স্বরে,   তুই তা কেমন ক'রে,
বুঝিবিরে কাল পাখি তোর ক্ষুদ্র প্রাণে !

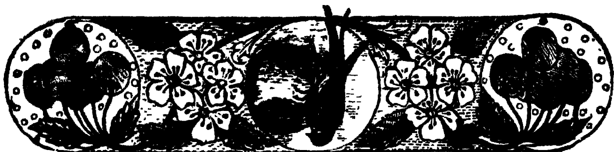
আছ সুখে প্রিয়াসনে,   সদা প্রেম আলাপনে,
স্বভাবের শোভা তুমি করিছ দর্শন ;
কিবা দোষ আছে তোর,   যা' ছিল অদৃষ্টে মোর,
একে একে সব তাহা হইল পূরণ।

থাক পাখী বসি ডালে,   গাও তুমি কুতূহলে,
শুনিও না ব্যথিতের মরম-বেদন ;
বিরহীর কথা শুনে,   থেক না উদাস মনে,
কুহুস্বরে কর তুমি অমিয় বর্ষণ।

সান্ত্বনা

স্বজন পালন যাঁর, করি তাঁরে নমস্কার,
তুলিয়া পঞ্চম তানে তাঁর গুণ গাও ;
শুনায়ে বিভুর গান, স্নিগ্ধ করি মন প্রাণ,
অভাগার মন-ব্যথা বারেক ভুলাও।





পূর্ণিমা নিশি।

হে শুধাংশু ! কেন তুমি উজ্জ্বল আননে,
গগন-গবাক্ষ খুলি প্রীতি-ফুল্ল মনে,
পরিয়া তারার মালা,
বাড়াতে বিরহ-জ্বালা,
এসেছ আবার ঐ নীল নভঃস্থলে,
ভাসাইতে অভাগায় নয়নের জলে।

পড়ে মনে একদিন এমনি সময়,
হে সুধাংশু ! হয়েছিল তোমার উদয়,
এমনি মধুর রাতে,
তাহারে লইয়া সাথে,
বিভোর হইয়াছিনু প্রেম আলাপনে,
সুধা মাখা সুনির্ম্মল তোমার কিরণে।

সান্ত্বনা।

মনে পড়ে দুই জনে বসিয়া নির্জ্জনে,
মনোলোভা প্রকৃতির স্নিগ্ধ সমীরণে,
আদরে ধরিয়া গলা,
ভুলিয়া বিরহ-জ্বালা,
সতৃষ্ণ নয়নে চাহি তোর মুখ পানে,
কেটে গেছে কত দিন এমনি নির্জ্জনে।

এমনি পূর্ণিমা নিশি ছিল আলোকিত,
কোকিলের তানে সদা দিক্ মুখরিত,
দোয়েল, পাপিয়া আসি,
জাগাইয়া সারানিশি,
শুনায়ে গিয়াছে তারা কত শত গান,
আর ত আসে না এবে জুড়াইতে প্রাণ ?

ভাই হে সুধাংশু, আজ তব দরশনে,
শেল-সম বাজে মোর তাপিত পরাণে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যে অনল দগ্ধ করে,
তোর দরশনে তাহা দ্বিগুণিত হয়,
কেন হে সুধাংশু, পুনঃ হয়েছ উদয় ?

পূর্ণিমা নিশি।

তুমিত এসেছ ফিরে ওহে সুধাকর,
মনোহর বেশে পুনঃ সাজিয়া সুন্দর,
সঙ্গে লয়ে প্রণয়িনী,
কোমলাঙ্গী কুমুদিনী,
সতী-শিরোমণি-রাণী সুচারু-হাসিনী
মনোরমা মনোহরা সুধাংশুবদনী।

তুমি ত এসেছ ফিরে ওহে শশধর,
সাজিয়া নবীন বেশে অম্বর উপর ;
কিন্তু সে সুধার খনি,
হৃদয়ের স্পর্শ-মণি,
ফিরিবে না কভু আর এ বিশ্ব-সংসারে ;
বিসর্জ্জন দি'ছি তায় জনমের তরে।

অনন্তে তোমার স্থান, অনন্তে ভবন,
অনন্তের পথে সদা কর বিচরণ,
তাই রে সুধাই তোরে,
জান যদি বল মোরে ;
কোথায় আছে সে মোর হৃদয়-রতন ;
যার তরে প্রাণ মম সদা উচাটন।

সান্ত্বনা।

অথবা সে ডুবে গে'ছে নিবিড় আঁধারে,
দিয়াছি বিদায় তারে জনমের তরে :
আর না হাসিবে আসি,
আর না নিকটে বসি,
ঢালিয়া বচন-সুধা জুড়াবে জীবন,
সোনার প্রতিমা হায় দি'ছি বিসর্জ্জন !

বিরাম-দায়িনি নিদ্রে শান্তি-প্রদায়িনি,
সকাতরে ডাকি তোরে এস গো জননি !
লও মা কোলেতে তুলে,
ক্ষণ তরে যাই ভুলে,
এ দারুণ মর্ম্মভেদী হৃদয়-বেদনা,
দুর্ব্বল শরীরে মাগো আর যে সহে না !





স্বপন।



হেরিনু নিশীথে মরি সুন্দর স্বপন,
তোর সেই মধুমাখা সুচারু বদন,
বহিল মধুর বায়,
অমিয় ছড়ায়ে তায়,
ব্যাপিল দিগন্ত তার শান্তি পরশনে,
উজলিল পোড়া প্রাণ প্রিয়া দরশনে।

সত্যই কি প্রাণাধিকে হৃদয়-রতন,
এসেছিলে? অথবা এ নিশার স্বপন?
দেখা দিতে অভাগারে,
কেন তুমি বারে বারে,
এস প্রিয়তমে তুমি নিশি আগমনে,
কাঁদাইয়া তবে বল যাও কোন্ প্রাণে!

সান্ত্বনা।

তব স্মৃতি সুখময় জাগিছে জীবনে,
গাঁথা আছে তোর কথা দেহ প্রাণে মনে ;
একটী বাঁধন তার,
খুলিবারে সাধ্য কার ?
অটুট রহিবে তাহা আমার অন্তরে,
যতদিন এ জীবন রহিবে সংসারে।

অতীতের কথাগুলি পড়ে যবে মনে,
কি যে জ্বালা জ্বলে মোর সন্তাপিত প্রাণে,
বলিব কাহার কাছে,
হেন জন কেবা আছে ?
নীরবে—গোপনে তাই মুদিয়া নয়ন,
তোর সুখময়-স্মৃতি করি দরশন।

সত্য যদি একদিন ছিলি এ ধরায়,
তবে কোন্ প্রাণে বল কাঁদায়ে আমায়,
এমনি নিদয় হ'য়ে,
চিরতরে ফাঁকি দিয়ে,
চ'লে গেলে প্রিয়তমে অমর-ভবনে,
বাজিল না বিন্দুমাত্র তোমার পরাণে।

স্বপন।

কেন এসেছিলি তুই দুদিনের তরে,
ছায়াটির মত এই নিদাঘ-সংসারে,
মনে মনে ছিল আশা,
কত প্রেম ভালবাসা,
স্বার্থশূন্য জীবনের কত আকিঞ্চন,
করেছিনু কত দিন দুজনে গঠন।

কিন্তু হায় ভাগ্যদোষে হারানু যখন,
জীবনের ধ্রুবতারা অমূল্য রতন,
এবে আমি ভাবি তাই,
তুই বুঝি ছিলি নাই,
স্বপ্নে শুধু এসেছিলে ক্ষণেকের তরে,
কাঁদাইতে অভাগারে হায়রে সংসারে!

দুই দিন আগে যারে ভেবেছি আপন,
হেরিলে যাহার মুখ জুড়া'ত জীবন,
আজি তার স্মৃতি ল'য়ে,
উদাস অন্তরে চেয়ে,
স্বপ্ন-সম ভাব মন নীরবে, নির্জ্জনে,
ফিরিবে না কভু আর নশ্বর-ভুবনে!



নিদয়।*

সত্য হে নিদয় আমি, পাষাণ-হৃদয়,
মমতার বিন্দু মাত্র নাহি পরিচয় ;
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা,
মধুর প্রণয় আশা,
ভ্রমেও জাগেনা কভু হৃদয়ে আমার,
সত্যই নিদয় আমি নাহি সদাচার।

পাষাণে গড়ে'ছে বিধি আমার জীবন,
মরুভূমি-সম হৃদি ঘোর-দরশন,
জ্বলিতেছে দিবানিশি,
উগারি অনলরাশি,
নাহি তাহে তিল মাত্র জুড়া'বার স্থান,
কেমনে তথায় তুমি পাবে পরিত্রাণ ?

* প্রিয়তমা জীবিত-কালে একখানি পত্রে কেবল মাত্র "নিদয়" এই কথাটি লিখিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে আমি এই কবিতাটী পাঠাইয়াছিলাম। সন ১৩১১ সালে ইহা "প্রীতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নির্দয় যদি না হবে আমার জীবন,
তা না হ'লে বল দেখি, কেন অনুক্ষণ
এত কষ্ট এত তাপ,
দুর্ব্বিষহ অনুতাপ,
কেন বা সহিবে তুমি কোমল পরাণে ?
সত্যই নির্দয় আমি এ মর-ভবনে।

তোমাসম প্রণয়িনী লভিয়া যখন,
নারিনু বারেক মাত্র করিতে যতন,
তখনি জেনেছি হায়,
আমা সম অভাগায়,
কেন বা বরিল বিধি পতিত্বে তোমার ;
সত্যই নির্দয় আমি নাহি সদাচার।

প্রবেশিয়া মম সনে সংসার-কাননে,
এক দিন সুখী তুমি হ'লে না জীবনে,
মনঃ-ক্লেশে যায় দিন,
ক্রমে হবে তনু ক্ষীণ,
কবে বল সুখী তুমি হইবে আবার ?
সত্যই নির্দয় আমি নাহি সদাচার।

সান্ত্বনা ।

নিরমল বিধুমুখে সদাই বিষাদ,
না মিটিল বিন্দুমাত্র জীবনের সাধ,
কেবলি দুখেতে ভরা,
ছল ছল আঁখি তারা,
তা দেখি এ হিয়া তোরে করিনু অর্পণ,
দয়া করি, তুমি প্রিয়ে ! করহ গ্রহণ ।

যদিও নিদয় আমি বিধির বিধানে,
তথাপি তোমার সুখ মাগি মনপ্রাণে ;
তাই বলি চন্দ্রাননে,
দৃষ্টি রেখ ধর্ম্ম পানে,
উদিবে অবশ্য তব সুদিন নিশ্চয়,
নিশা গতে হয় যথা ভানুর উদয় ।

কোথা পুণ্যময় বিধি অনাথ-শরণ !
দীননাথ দয়াময় শ্রীমধুসূদন,
পরিশ্রান্ত এই প্রাণে,
বল নাথ কত দিনে,
অবসাদ বিদূরিত হইবে তাহার,
তব আশীর্ব্বাদে হ'বে সোনার-সংসার ।



আঁধারে ।

এই কি সংসার সুখ, শান্তি-নিকেতন ;
জীবনের এই কিরে সুখের স্বপন ?
এ সুখ ত সুখ নয়.
এ শান্তি অশান্তিময়,
আঁধার আঁধারময় হেরি যে সকল ;
কে বলে অমৃত, এ যে ভীষণ গরল ?

ধন. জন, যশ বল বিভব, বিষয়,
সকলি আঁধারে ঘেরা সদা বিষময়,
এই কি সুখের হেতু,
এই কি স্বরগ-সেতু,
এ যে ঘোর অন্ধকার—আমি অভাজন,
কেমনে আঁধার-পথে করিব গমন ?

সান্ত্বনা

ভেসে যাই অন্ধকারে অকূল পাথারে,
নিবিড় যে তমোরাশি না দেখি কাহারে,
কে দেখাবে সেই পথ,
পূরাবে হে মনোরথ,
আলো বিনা শান্তি-সুখ মিলিবে কোথায় ?
আঁধারে অভাগা বুঝি জীবন হারায় !

ঐ না জ্বলিছে আলো নিবিড়-আঁধারে,
না, না, ও যে 'প্রলোভন' ভুলাতে আমারে,
নিরমল সুধামাখা,
সদাই বিষেতে ঢাকা,
হলাহল সম ও যে অতীব ভীষণ,
বিপাকে অভাগা বুঝি হারায় জীবন।

অবিদূরে হের কিবা মানস-মোহন,—
ভুবন-ভুলান রূপ করিয়া ধারণ,
নানা ছলে প্রতিবার,
ডাকিতেছে অনিবার,
সুধা ছলে কালকূট বিতরণ করি,
হৃদয়ে আঁধার বুঝি আসিল আবরি।

দেখাও কর্ত্তব্য পথ, অন্ধে কৃপা করে,
তোমা বিনা কেহ নাই এ ঘোর আঁধারে,
ডুবায়ে দুরিত-কূপে,
ষড় রিপু সহ সুখে,
খেলিতে দিয়াছ ল'য়ে ধন, জন, বল,
ভুলায়েছ তব নাম ভবেরি সম্বল।

জানিব কবে হে নাথ আমি কোন জন,
আসিয়াছি এ সংসারে কিসের কারণ!
কি কার্য্য সাধন তরে,
পাঠাইলে তুমি মোরে,
কি কার্য্যে ফুরাল দিন জীবন-খেলায়,
কে বলিবে তত্ত্ব-কথা কি হ'বে উপায়।

দীননাথ! কৃপা-কণা কর মোরে দান,
অজ্ঞান-আঁধার নাশি দাও দিব্য-জ্ঞান,
পরিহরি তমোরাশি,
স্থির চিত্তে দিবানিশি,
অন্তর মাঝারে সদা—সদানন্দময়
নির্ম্মল মূরতি দেব দেখি দয়াময়!





নির্জ্জন আলাপ

প্রণয়িনি ! বল তুমি কোথা এ সময় ?
এ ঘোর নিশীথে দেখ পরিহরি ভয়,
পবিত্র প্রণয়-দেবে,
পূজিব অন্তরে ভেবে,
হের প্রিয়ে একা আমি বসিয়া নির্জ্জনে ;
সুহাসিনি ! এ সময়ে আছ কোন্ খানে ?

শয়নে নাহিক সুখ কি ছার শয়ন,
তোমা ছাড়া ভাল মোর নিশি জাগরণ ;
এ ঘোর যামিনীভাগে,
বল প্রিয়ে কে গো জাগে,
সকলেই শু'য়ে আছে, সুখের শয়নে ;
কিন্তু মাত্র জাগি আমি তোমার কারণে ।

অন্তরের সাধ মম, হ'বে কি পূরণ ?
কিম্বা মাত্র হ'বে সার, নিশি জাগরণ ;
তোমারি আশাতে আসা,
এবে এই ঘোর নিশা,
কে জাগে, কেহ ত নাই—সকলেই সুখী,
কেবলি জাগিয়ে আমি ওলো বিধুমুখি !

গভীরা রজনী তায় তিমিরা-বরণী,
ঝিল্লি-রবে নিনাদিত হ'তেছে মেদিনী,
হেনকালে তন্দ্রাবশে,
দেখিনু নিশার শেষে,
চির-পরিচিত সেই উজ্জ্বল আনন,
সতত হৃদয় যারে করে অন্বেষণ।

ছল ছল নেত্রে যেন রহিনু চাহিয়া—
বিদরে হৃদয় মোর, সে দৃশ্য হেরিয়া ;
তা দেখি মধুর স্বরে,
সম্ভাষিয়া সমাদরে,
বসিল নিকটে প্রিয়া, জুড়াল হৃদয় ;
দূরে গেল জীবনের দুঃখ সমুদয়।

সান্ত্বনা।

সাদরে যুগল-ভুজ করি প্রসারণ,
মৃণাল-সদৃশ হস্ত করিয়া ধারণ,
কহিনু সোহাগভরে,
বল প্রিয়ে ত্বরা ক'রে,
সত্য কি এসেছ তুমি ফিরিয়া আবার,
উজ্জ্বল করিতে মোর গৃহাদি সংসার।

আদরে হৃদয় মাঝে করিয়া ধারণ,
মল্লিকার ফুলহার অগুরু-চন্দন,
সযতনে ল'য়ে করে,
সাজাইনু প্রেয়সীরে,
মজিল অন্তর মম কহিনু তখন,
সার্থক হইল প্রিয়ে নির্জ্জন-মিলন !





প্রণয়।

ধন্য রে প্রণয় তুমি, এ বিশ্ব-সংসারে,
সর্ব্বলোকে সদা তব সমাদর করে ;
চাহ তুমি যার পানে,
সে তোমারে ভাল জানে,
চির-সুখে সেই জন, জীবন কাটায়,
অতুল আনন্দপ্রদ নশ্বর ধরায়।

তোমারি কারণে এই ধরণী মাঝারে,
জীবিত এ জীবকুল ভজিয়া তোমারে ;
চিরসুখী কোন জন,
কারো ভাগ্যে আজীবন,
হা হুতাশ কিম্বা সদা অশ্রু বরিষণ,
বিফল জনম তার বিফল জীবন।

সান্ত্বনা।

তোমারি কারণে দেখি কোথাও কুশল,
কোথাও নেহারি সদা ঘোর অমঙ্গল,
কি যে বিদ্যা জান তুমি,
জানেন অন্তরযামী,
আর জানে সেই জন, প্রণয়ী যে হয়,
তোমার অপার লীলা সুখতুঃখময়।

জীবনের আকিঞ্চন করি পরিহার,
জলধি সলিলে কেহ দিতেছে সাঁতার,
শ্বাপদ-পূরিত বনে,
প্রবেশিয়া শূন্য মনে,
ভ্রমিতেছে কত শত হায়রে সংসারে,
কাঁদিয়া কাহারো প্রাণ যায় চিরতরে।

সানুকূলে যারে তুমি ভাবহ আপন,
তুলনায় তার সম সুখী কোন্ জন ?
সকলি আনন্দময়,
এ সংসার সুধাময়,
তুখের আভাষ কভু জানেনা জীবনে ;
ধন্য সেই মহাজন নশ্বর ভুবনে।

কামিনী কোমল-কায়া অতুল-তুলনা,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি হায়রে ললনা ;
মনোমত হ'লে পরে,
সর্ব্বসুখ একাধারে,
আপনারে ধন্য বলি মানে সে মানব ;
বসুধায় মিলে হায় অমর-বিভব।

ভাগ্যদোষে যে অভাগা বঞ্চিত এ সুখে,
বৃথায় জনম যায় সদা ভাসে দুখে ;
সংসার শ্মশান তার,
সার মাত্র হাহাকার,
ভূপতি হইলেও সে বড় অভাজন,
জীবনে জানেনা হায় প্রণয় কেমন !

প্রণমি প্রণয় তব বিচিত্র লীলায়,
সাধ্য নাই বর্ণিবারে মম ক্ষমতায় ;
তুমি যদি নিজগুণে,
আমা হেন মূঢ় জনে,
শিখাও সদয় ভাবে প্রকৃত প্রণয়,
তাহে যদি অভাগার হয় জ্ঞানোদয়।





পরিণাম ।

সখে !

নীরবে একাকী কেন দাঁড়ায়ে অদূরে,
দীন হীন সম আজি—শীর্ণ কলেবরে,
ছল ছল আঁখিতারা,
সদাই বিষাদে ভরা,
কি পাপে ঘটিল তব হেন কুঘটন ;
কেন বা করিছ সদা অশ্রু বরিষণ।

কোথা সেই স্বর্ণকান্তি উজ্জ্বল বরণ,
কোথা সেই মনোহর বসন ভূষণ,
কোথা এবে গেল তারা,
নিশিদিন ছিল যারা,
পরম আত্মীয় ভাবে—নিকটে তোমার,
ভুলাইত নানা ছলে যত দুরাচার।

নির্ম্মাণ করিয়াছিলে দিয়া বহু ধন,
পিশাচিনীর তরে ওই সুন্দর ভবন,
না মিটিতে তব আশা,
ঘটিল এ হেন দশা,
বুঝিতেছ এবে ভাই আপনার মনে,
কি অধর্ম্ম পাপাচার করেছ জীবনে ?

অতুল গৃহের শোভা দেখিয়া সকলে,
জিজ্ঞাসা করিত সবে মহা কুতূহলে,
আমরি কি মনোহর,
কেমন সুন্দর ঘর,
কা'র ও সুন্দর ধাম প্রাসাদ সমান,
সুসজ্জিত চারি ধারে পুষ্পের উদ্যান।

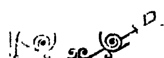
কদাচার-স্রোতে মগ্ন করিয়া জীবন,
আছিলে উন্মত্ত তুমি সদাসর্ব্বক্ষণ,
চাটুকার মিলি শত,
কুপথে লইত কত,
বন্ধুভাবে আসি সবে তব সন্নিধানে,
তুষিত তোমায় সদা—তোষামোদ দানে।

সান্ত্বনা।

বিষধরে সে সময়ে আপন ভাবিয়া,
অনায়াসে দিয়াছিলে হৃদয় পাতিয়া,
তাই আজ তারি বিষে,
তব পূর্ব্ব কর্ম্মদোষে,
অনুতাপে দহিতেছে জীবন তোমার,
অধমে জানে কি কভু অর্থ-ব্যবহার ?

এ খেলার শেষ দিন আসিবে যখন,
কি করিবে ল'য়ে তুমি এ ছার জীবন ?
এত দিন বুঝ নাই,
এখন বুঝিবে ভাই,
এ পাপের পরিণাম কতই ভীষণ,
সুধা-ভ্রমে কালকূট করেছ ভক্ষণ।

ভাগ্যে যাহা ছিল তব পূরণ হইবে,
অনুতপ্ত প্রাণে এবে সুফল ফলিবে,
পার যদি এইবার,
ডাক তাঁরে অনিবার,
ভক্তিভরে—সে চরণে লও হে শরণ,
বিফল রোদনে বল কিবা প্রয়োজন।





স্বদেশের প্রতি।

সুদূর এ পরবাসে, সততই মনে আসে,
মধুমাখা ভবানন স্বদেশ আমার ;
যেস্থানে যখন থাকি, মা বলে' তোমারে ডাকি,
পুলকে পূর্ণিত তনু হয় অভাগার।

থাকি যদি বহু দূরে, নদ, নদী, সিন্ধু পারে,
অথবা নিবিড়-বনে নির্জ্জনে বসিয়া,
মুদিলে যুগল আঁখি, সতত তোমারে দেখি,
অন্তরের অন্তঃস্থলে আছো গো জাগিয়া।

সান্ত্বনা।

এত স্নেহ কারো প্রাণে, দেখি না মা কোন স্থানে
এত গুণ একাধারে কে পেয়েছে কবে,
কে বলে মা তুমি তুচ্ছ, তুমি যে জগতপূজ্য,
তব পুণ্যে সবে মোরা পূর্ণিত গৌরবে।

সেই ধন্য এ জগতে, আছে যার জীবনেতে,
বিন্দুমাত্র ভক্তি মাগো তোমার চরণে,
সে যদি অকৃতি হয়, তবু তার পরিচয়,
রহিবে অনন্তকাল নশ্বর-ভুবনে।

যে দিকে দেখি মা চেয়ে, তব স্নেহ আছে ছেয়ে
আবরি সন্তানগণে রেখেছে যতনে,
নিজ অঙ্গ করি দান, বাঁচাও সবার প্রাণ,
এত স্নেহ বল গো মা আছে কার প্রাণে।

কত সাধু মহাজন, আছিল মা অগণন,
সুসন্তান কত ছিল তোমার কোলেতে,
ধরিয়া যাদের কোলে, সব জ্বালা ভুলে ছিলে,
স্মৃতি তার বিঘোষিত হ'তেছে জগতে।

যুগে যুগে যুগান্তরে, যেন মাগো আসি ফিরে,
স্থকোমল কোলে তব পাই যেন স্থান,
পারি যেন ডাকিবারে, প্রতি বারে সমাদরে,
মা ব'লে জুড়ায় যেন সন্তাপিত প্রাণ।



বালিকার বিবাহ।

বিয়ের কথা শুনে বালা মুচ্‌কে হেসে যায়,
লজ্জা হচ্ছে আবার যদি দেখ্‌তে কেহ পায়,
আপন মনে ভাব্‌ছে সদা নূতন বরের কথা,
এমন সময় এল তাহার প্রিয়সখী তথা।

সহচরী দেখে বালা, শুধুই কেবল হাসে,
সমাদরে প্রিয়সখী বল্‌ছে মধুর ভাষে,
ওলো তোর্ যে বিয়ে হবে পাবি রাঙ্গা বর,
তুই যে এবার ক'নে হবি, চেলির কাপড় পর্।

ক'নে সেজে ঘোম্‌টা দিয়ে পিঁড়ায় ব'সে র'বি,
মনের ভিতর দেখ্‌বি তখন নতুন্ বরের ছবি,
রাঙ্গা বর্‌টী আস্‌বে যখন পাল্‌কি চড়ে হেথা,
দৌড়ে আমরা দেখ্‌তে যাবো বরের সভা যথা।

ঘুরে ফিরে আস্‌বো দেখে চাঁদের মত বর,
ঘরে এসে তোকে ঘিরে বস্‌বো তাহার পর,
বল্‌বো তোরে বরের কথা শুন্‌বি চুপি চুপি,
চোক্‌ বুজিয়ে মনের ভিতর দেখ্‌বি কত ছবি।

শাঁক বাজাবো উলু দেবো, ক'র্‌বো কত মজা,
কান্‌টা ধরে তোমার বরের ক'রে দিব সোজা;
গান গাইবো ছড়া কাট্‌বো যত গো আছে মনে,
কত যে ভাব্‌ কর্‌বো রে ভাই তোমার বরের সনে।

রাঙ্গা বরটী ছাউনি তলায় আস্‌বে লো যখন,
চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখ্‌বি লো তখন,
ঘোম্‌টা দিয়ে পিঁড়ায় তুলে ঘুরাবে তথায়,
থাক্‌বো মোরা তোর সনেতে লজ্জা কি লো তায়?

বাসরঘরে বস্‌বো গিয়ে বরকে নিয়ে ঘিরে,
রাঙ্গা বরের শুন্‌বো কথা কত মজা ক'রে,
দিয়ে তোরে বরের কোলে দেখ্‌বো মনের সাধে,
থাক্‌বো মোরা চারি ধারে সকলে দল্‌ বেঁধে।

সান্ত্বনা।

তার পরেতে যাবো চলে যে যার্ ঘরে ভাই,
জাগ্‌তে ত নাই সারা রাত্ বলেছে সবাই,
মনের সুখে থাকিস্ রে ভাই নূতন বরের কাছে,
ভক্তি ক'রো ভাল বেসো যেবা যেথায় আছে।





ফুল

ফুল তুমি এ জগতে প্রীতি-নিদর্শন,
বিধাতার এক মাত্র মানস-সৃজন,
তব সম সুকোমল,
তব সম সুনির্ম্মল,
ধরণীতে কভু কিগো হ'য়েছে সৃজন ;
এ সংসারে কেবা বল ফুলের মতন।

উষার আলোক মাঝে শোভে তব কায়,
মলয়-পবন আসি চুমি চ'লে যায়,
নিশার শিশির দল,
যেন বা মুকুতা-ফল,
সাজান তোমার দেহে মানস-মোহন,
সে রূপে প্রেমিক জনে সদা নিমগন।

সান্ত্বনা।

মধুর সৌরভ তব লইয়া পবন,
অযাচিত ভাবে সবে করে বিতরণ,
বিরহী আকুল প্রাণে,
কল্পনায় মনে মনে,
সাদরে সোহাগভরে করে যে চুম্বন,
কেবা আছে এ সংসারে ফুলের মতন।

ফোটো ফোটো মুখখানি অতি ধীরে ধীরে,
চাহ যবে তুমি ফুল উঁকি ঝুঁকি মেরে,
মরি কি সুন্দর তায়,
অপরূপ শোভা পায়,
ঘোমটা মাঝারে যথা যুবতী-বদন,
সলাজ চাহনি তার চিত্ত-বিমোহন।

হাসিমুখে যবে তুমি প্রফুল্ল অন্তরে,
ফুটে উঠ বৃন্ত'পরে সোহাগের ভরে,
নয়ন-রঞ্জন গুণে,
বিমোহিত জগজ্জনে,
কি যে শান্তি ঢাল তুমি মানব-জীবনে,
প্রেমিক বিহনে বল অন্যে কে বা জানে।

যুবক-যুবতি কিম্বা শিশু সুকুমার,
অথবা নাহিক যার জ্ঞানের সঞ্চার,
সবাই যতন করে।
স্নেহ-চক্ষে সমাদরে,
আদরে সোহাগভরে হৃদে দেয় স্থান,
কে বল হইতে পারে তোমার সমান।

নিষ্ঠুর ভ্রমর-দলে আপন ভাবিয়া,
অকাতরে দাও তুমি হৃদয় পাতিয়া,
কিন্তু সেই ক্রূর জাতি,
এমনি কপটমতি,
মধু পান করি শেষে দংশিয়া তোমায়,
পলাইয়া যায় কভু ফিরিয়া না চায়।

অভিমানে হয় তব বিশুষ্ক বদন,
অবশেষে ধীরে ধীরে মুদিয়া নয়ন,
স্বার্থপর সৃষ্টি হ'তে,
যাও চলি স্বর্গ-পথে,
হতাদরে বিলুণ্ঠিত হও অযতনে,
পরিশেষে পরিণাম এইত ভুবনে!

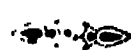
সান্ত্বনা।

তো'র মত ওরে ফুল মানব-জীবন,
যার জন্য করে সবে এতেক যতন,
এও বটে এক দিন,
নিশ্চয় হইবে লীন,
চিহ্ন মাত্র না থাকিবে নশ্বর-সংসারে,
পরিণাম এক সূত্রে গাঁথা পরস্পরে।





চিন্তা।



ছাড়িয়া সংসার মায়া এস দেখি মন,
দিবানিশি প্রাণপণে করি অন্বেষণ,
ভবের আরাধ্য সেই গোকুল-রতনে,
ভাগ্যে যদি পাই দেখা হায় রে জীবনে

শুনেছি দয়াল তিনি কাঙ্গালের ধন,
পরম করুণাময় পতিতপাবন,
পাতকী হইয়ে তবে কি হেতু উদাস,
পূজিতে মনের সাধে সেই শ্রীনিবাস।

মুদিয়া যুগল আঁখি পবিত্র হৃদয়ে,
পরম পিতার নামে এক প্রাণ হ'য়ে,
থাকোনা অবোধ মন হ'য়ে অচেতন,
অনায়াসে জুড়াইবে এ পাপ জীবন!

সান্ত্বনা।

বিপুল বিষয় কিম্বা ধনাদি কাঞ্চন,
অসার অনিত্য ধনে কিবা প্রয়োজন,
কাতর অন্তরে সেই কাঙ্গালের ধনে,
দিবা নিশি হের মন মানস-নয়নে।

কি হ'বে তোমার মন কামিনী-কাঞ্চনে,
মায়া-জাল ছিন্ন করি হের নিরঞ্জনে,
পূর্ণ হবে মনসাধ জীবন যৌবন,
ভবের যন্ত্রণা তব হ'বেরে মোচন।

ভালবাস মনে মনে পরম যতনে,
অনুদিন রাখ মতি তাঁহার চরণে,
অগতির গতি তিনি কমল-লোচন,
কেশব করুণাময় শ্রীমধুসূদন।

এই কর দীননাথ রাধিকারমণ,
রাঙ্গা পায় এ দীনের এই নিবেদন,
দিনান্তে তোমায় নাথ পড়ে যেন মনে,
এ জীবন যায় যেন হরি-গুণ-গানে।





আবেগ।

কতদিন চ'লে গেছে হৃদয়ের রাণী,
দেখি নাই কতদিন সেই মুখখানি ;
কি জানি সে কোন্ প্রাণে
তেয়াগিয়া প্রিয়জনে,
অশ্রুজলে ভাসাইয়া গেছে গো চলিয়া,
কতদিন দেখি নাই সে জীবন-প্রিয়া।

জেগে উঠে জীবনের ভরা ব্যাকুলতা,
অশান্ত পরাণে আসে নিদারুণ ব্যথা,
আশা-লতা শুকায়েছে,
সে ভাবনা করা মিছে,
তবুও তাহার স্মৃতি কেন সুখময়
মুদিত করিয়া আঁখি দেখি যে সময়।

সান্ত্বনা।

সুখের বাসরে কেন নিভে গেল বাতি,
অসময়ে শুকাইল কেন বা ব্রততী,
জোছনা নিশিতে আসি
রবি-সুত গৃহে পশি,
গ্রাসিল কেন বা মোর হৃদয়ের রাণী :
দেখি নাই কত দিন সেই মুখখানি।

যদিও সুখের স্রোতে ভাসিতেছে ধরা,
যদিও নিখিল বিশ্ব প্রেমগীতে ভরা,
তবুও তাহার তরে,
অশ্রুজলে চক্ষু ভরে,
ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া,
হৃদয়-আবেগ আরো যায় গো বাড়িয়া !





প্রবাস-জীবনে দুর্গোৎসব।

মাগো !

সারাটি বৎসর ধরি করি আকিঞ্চন,
হেরিতে তোমার ওই দুর্লভ চরণ,—
তবে মা কিসের তরে,
রাখিলি এমন ক'রে,
আবদ্ধ করিয়া মোরে বিদেশে বিজনে,
কিবা দোষ করেছি মা তোমার চরণে !

সুদীর্ঘ বরষ-ব্যাপী মনের বাসনা,
হৃদয়ে আছিল মাগো কতই কল্পনা,
আশার তুলিকা ধরি,
মন প্রাণ এক করি,
যে ছবি আঁকিয়াছিনু করি প্রাণপণ,
সকলি হতাশ-জলে হ'লো নিমগন।

সান্ত্বনা।

সুদূর প্রবাসে যারা থাকে নিরন্তর,
ছিল না যাদের ভাগ্যে কভু অবসর,
এ হেন সুখের দিনে.
তারাও প্রফুল্ল মনে,
জনমভূমির দিকে চলেছে ছুটিয়া,
নাচিছে আনন্দে মাগো সবাকার হিয়া।

পুলকিত সুতগণ তব আগমনে,
শোভিছে চন্দ্রিমা তাই বঙ্গের গগনে—
উজলিয়া দশদিশি,
মায়ের আনন্দে মিশি,
এ সংসারে সে বারতা জানাবার তরে;
শোভিতেছে তাহা কিবা অম্বর উপরে।

অয়ি তরঙ্গিণি! করি কুল কুল ধ্বনি
কোথায় চ'লেছ তুমি হ'য়ে উন্মাদিনী?
আসিছেন মহামায়া,
ভবারাধ্যা ভবজায়া,
বিশ্ব-প্রসবিনী সেই ভুবনমোহিনী,
তাই কি আনন্দে তুমি মত্ত কল্লোলিনি?

দুর্গোৎসব

অদূরে বাজিছে কিবা মধুর বাজনা,
আরম্ভ হইল বুঝি মাতৃ-উপাসনা ;
হায় প্রিয় জন্মভূমি,
এ সময় কোথা তুমি,
তব অঙ্কে মাতৃমূর্ত্তি দেখিব বলিয়া
সারাটি বৎসর আমি ছিনু যে চাহিয়া।

কোথায় জনমভূমি প্রিয়-দরশন,
কোথায় জননী মোর আত্মীয় স্বজন;
কোথা সেই স্নিগ্ধ বায়,
অমিয় ছড়ায়ে যায়,
কোথা সেই মনোলোভা গৃহাদি প্রাঙ্গণ ;
বিদেশে বিষাদে আজ কাতর জীবন।

কোথা সেই জীবনের স্নেহময় ভাই,
তুলনায় যার সম কেহ আর নাই,
শিশু কন্যা কোথা মম,
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম,
কোথায় রহিল তারা এ আনন্দ-দিনে ;
বিদেশে রহি যে মাগো নিরানন্দ মনে।

সান্ত্বনা।

ভালবাসি যারে আমি পরাণে পরাণে,
সতত যাহার কথা পড়ে মোর মনে,
কোথা সেই সুবদনী,
সংসার-সুখের খনি,
হেন শুভদিনে তায় নারিনু দেখিতে,
কোথায় রহিল মম প্রাণের বনিতে!

হায়রে স্বদেশ! তব ভালে এ সময়,
আনন্দের শত সূর্য্য হ'য়েছে উদয়;
তোমার শ্যামল কোলে,
ভ্রমিতেছে কুতূহলে,
শত শত পুত্র তব—মাতৃ-আগমনে,
হাসিছে খেলিছে সবে প্রফুল্লিত মনে।

দুরদৃষ্ট কিবা আছে ইহার মতন,
নতুবা এ শুভ দিনে কেন অনুক্ষণ,
এ হেন মনের খেদে,
যায় দিন অবসাদে,
আঁখিবারি কেন হায় রোধিতে না পারি;
বিদেশে বিষাদে আজ মনাগুনে মরি!

এস মা কল্পনে! মোর অতৃপ্ত পরাণে,—
হৃদয়-আসনে তোরে বসা'য়ে যতনে,
হেরিব সদাই আমি,
প্রিয়তম জন্মভূমি,
তদুপরি দশভুজা দশপ্রহরিণী,
বেষ্টিত সন্তানগণে দনুজ-দলনী।





জন্মভূমি

সুমঙ্গলে !

মনে পড়ে অতীতের উজ্জ্বল কাহিনী,
সুজলা সুফলা রূপে যবে গো জননি,
শোভিতে মা এ ভুবনে ;
তোমার সন্তানগণে,
উত্তরে হিমাদ্রি হ'তে দক্ষিণে জলধি,
মা ব'লে ডাকিত সবে তোরে নিরবধি ।

এই সে ভারতবর্ষ সুখময় স্থান,
চির-প্রিয়তম এ যে জননী-সমান,
যাঁহার অঙ্কের পরে,
যুগে যুগে যুগান্তরে,
কত শত মহাজন জনম লভিয়া,
গাহিলেন কত গীত পরাণ ভরিয়া ।

পঞ্চনদ উপকূলে আর্য্য ঋষিগণ,
যবে আসি করিলেন বেদ উচ্চারণ,
সাম নিনাদিত কত,
মহাযজ্ঞ, মহাব্রত,
এই পুণ্য-ভূমি' পরে করি অনুষ্ঠান,
অক্ষয় সুধার ধারা করিলেন দান।

বশিষ্ঠ, গৌতম আদি মহামুনিগণ,
বেদব্যাস, বাল্মীকি ভারত-ভূষণ.
গাহিলেন প্রতি জনে,
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রাণে.
অমর ভারত—কথা—পুণ্য রামায়ণ,
আদর্শ হিন্দুর ধর্ম্ম করিলা স্থাপন।

আবার যখন এই আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
অবতীর্ণ বুদ্ধদেব—শাক্যসিংহ নামে,
যাঁহার মানব-প্রীতি,
জ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতি,
ছাইল ভারতভূমি—হইল প্রচার—
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" সর্ব্বধর্ম্মসার।

সান্ত্বনা।

অমিত সে দীপ্ত আভা ছাইয়া ভারত,
আলোকিল চীন ব্রহ্ম জাপান তিব্বৎ,
মিলি সবে এক তানে,
গাহিল বিমুগ্ধ প্রাণে,
জয় জয় বুদ্ধদেব—দেব-অবতার,
প্রকাশিয়া জ্ঞানালোক ঘুচালে আঁধার।

বিনাশিতে এ ভারতে ধর্ম্মদ্বেষিগণ,
করিতে প্রচার পুনঃ ধর্ম্ম সনাতন,
দক্ষিণে কেরলভূমে,
আচার্য্য শঙ্কর নামে,
জনমিল যবে সেই পুরুষ-প্রবর,
রাখিতে আদর্শ-ধর্ম্ম অবনী ভিতর।

তর্কযুদ্ধে পরাভূত করিয়া সকলে,
"শিবোঽহং শিবোঽহং" নামে জয়ধ্বনি তুলে,'
রাখিতে হিন্দুর নাম,
পূরাইতে মনস্কাম,
অবতীর্ণ এ ভারতে সেই মহাজন,
পুণ্যবতী কে আছে মা তোমার মতন!

সাধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি প্রাণপণ,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
'শৃঙ্গগিরি' 'জ্যোষী' নামে,
'গোবর্দ্ধন' পুরীধামে,
পশ্চিমে 'সারদা মঠ' করিয়া স্থাপন,
মহাযোগে মহাযোগী হ'লো নিমগন।

রামানুজ, রামানন্দ, দক্ষিণাপথেতে,
বিতরিলা রামনাম জীব উদ্ধারিতে ;
দাদু ও কবির আদি,
গাহিলেন নিরবধি,
মধুর বীণার সুরে—বিভুগুণগান ;
পুণ্যবতী কে আছে মা তোমার সমান।

ভক্ত-চূড়ামণি সেই উজ্জ্বল-রতন
অমর তুলসী কবি ভারত-ভূষণ,
বাজায়ে মধুর বীণা,
বরষি অমৃত-কণা
গাহিলেন সুমধুর রামায়ণ-কথা,
শুনিলে জুড়ায় যাহে মরমের ব্যথা।

শিখগুরু নানকাদি মহারথিগণ—
তোমার সন্তান বলি' বিখ্যাত ভুবন :
'আদিগ্রন্থ' করি পূজা
হয়ে সবে মহাতেজা,
বীরপুত্র বলি' সবে আছিল শোভিত ;
স্বর্ণপ্রসূ তুমি যে মা ভুবন-বিদিত।

মথুরার সন্নিকটে আসিয়া যখন,
বল্লভ আচার্য্য নামে সাধু মহাজন,
একদিন কৃষ্ণনামে,
এই পুণ্য আর্য্যভূমে,
সুরদাস, মীরাবাই সনেতে মিলিয়া,
গাহিলেন কত গান পরাণ ভরিয়া।

উজ্জ্বল করিয়া যবে বঙ্গের গগন
অবনীতে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ,
নবদ্বীপ পুণ্যধামে,
শ্রীচৈতন্যদেব নামে
উদ্ধার করিতে জীবে দিল দরশন,
রূপের আভাতে করি উজ্জ্বল গগন।

নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তগণ সনে,
বিতরিলা হরিনাম সুমধুর তানে,
একদা মা বঙ্গভূমি,
গিয়াছিলে ডুবে তুমি,
প্রেমের তুফানে সদা নাম-সংকীর্ত্তনে,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-পাদ-পরশনে।

উঠেছিল নদীয়ায় প্রেমের তুফান,
প্রচার করিতে ভবে হরিগুণগান,
পাষণ্ড পাতকী যারা,
হইল উদ্ধার তারা,
"নামে রুচি, জীবে দয়া" ভক্তি নারায়ণে,
সকল ধর্ম্মের সার জানিয়া জীবনে।

এমনি ছিলো গো মাতা পুত্র শত শত,
পূজিত ভজিত যারা তোরে অবিরত,
আবার কবে গো মাতঃ
তোমার সন্তান যত
গাহিবে মা তব গান কাঁপায়ে ধরণী,
পুণ্যবতী তোর মত কে আছে জননি!

সমাপ্ত।